দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ৭.২.৮৬ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৭ ...

128

বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষের সব উদ্যোগই আটকে আছে

।। কাশেম হুমায়ুন
শওকত মাহমুদ ।।

সরকারের সকল স্তরে বাংলা প্রচলনের জন্য সাড়ে তিন বছর আগে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ এ পর্যন্ত বাংলা চালুর যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, সেগুলোর বাস্তবায়ন শুরুর দিকে বা মাঝপথে আটকে আছে।

সরকারী পর্যায়ে বাংলা চালুর অবস্থা একটি দৃষ্টান্তেই পরিষ্কার। বাংলা মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও পরিদপ্তরের পক্ষ থেকে '৮৪-র জুন থেকে '৮৫-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ২ হাজার ৭৪১টি বাংলা মুদ্রাক্ষর যন্ত্র চাওয়া হয়েছিল সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের কাছে। পাওয়া গেছে ১ হাজার ১৯৭টি এবং এগুলো ব্যবহারের মাত্রাও কম। একই সাথে ইংরেজী মুদ্রাক্ষরিক ও সাঁটলিপিকারদের বাংলায় কাজে সক্ষমের জন্য প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। তারও তেমন কিছু হয়নি।

সরকারী পর্যায়ে বাংলা চালুর জন্য ১৯৭৮-এর ২৮শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তদানীন্তন শিক্ষা সচিব (বর্তমানে সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন) জনাব মুজিবুল হকের নেতৃত্বাধীন একটি সচিব কমিটি গঠিত হয়। সচিব কমিটির সুপারিশ অনুসারে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ গঠিত হয় এবং '৮২র ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে কাজ শুরু করে।

বাস্তবায়ন কোষ

সরকারী আদেশ অনুযায়ী কোষে থাকবেন ১০ জন বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তা এবং ২১ জন কর্মচারী। বর্তমানে আছেন ৫ জন বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তা এবং ৬ জন কর্মচারী।

কোষের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে: (১) অফিস আদালতে বাংলাভাষা প্রচলনের

(শেষ পৃ: ৬-এর ক: দ্র:)

সব উদ্যোগই আটকে আছে

(১২ পাতার পর)

উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে যাবতীয় নীতি নির্ধারণ, (২) নীতিসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা, (৩) সকল মন্ত্রণালয়/সংস্থার ইংরেজী ফর্মের বংগানুবাদ, সেগুলোর পরীক্ষা ও মনোনয়ন, (৪) বাংলাভাষা ব্যবহার সংক্রান্ত সচিব কমিটি, প্রশাসনিক পরিভাষা উপ-কমিটি এবং এ ধরনের অন্যান্য কমিটিকে সহায়তাদান, (৫) অপরিহার্য ক্ষেত্রে সরকারী ফর্ম, কাগজপত্র ইংরেজীতে মুদ্রণের ছাড়পত্র ও ইংরেজী মুদ্রাক্ষর যন্ত্র সংগ্রহের ছাড়পত্র প্রদান (৬) বাংলা ভাষা প্রচলনের সমস্যাদি ও এর অগ্রগতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে জরিপ ও মূল্যায়ন (৭) অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা (৮) কোষের প্রশাসনিক বিষয়াবলী, আন্তঃমন্ত্রণালয় যোগাযোগ ও সমন্বয় এবং অফিস-আদালতে বাংলা ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর অনুযায়ী, কোষ সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে: (১) ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ২১৭টি ইংরেজী ফর্মের বংগানুবাদ পরীক্ষা ও অনুমোদন, (২) প্রশাসনিক কাজে বহুল ব্যবহৃত প্রায় দু'হাজার শব্দ সম্বলিত "প্রশাসনিক পরিভাষা প্রথম সংস্করণ" বাংলা ভাষার ব্যবহার সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছিল। অনুমোদিত হয় ৪৪০টি শব্দ, (৩) "প্রশাসনিক পরিভাষা ২য় সংস্করণ"-এর জন্য আরো প্রায় ২ হাজার শব্দ চয়ন করা হয়েছে, (৪) উক্ত সময়ে ইংরেজী মুদ্রাক্ষর যন্ত্র সরবরাহের ছাড়পত্র সংক্রান্ত ৫০টি প্রস্তাব বিবেচনায় আসে এবং এর মধ্যে ৬টি ছাড়পত্র দেয়া হয়, (৫) নতুন আইন, অধ্যাদেশ বিধি বাংলায় প্রণয়নের আদেশ জারি, (৬) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগের ইংরেজী জানা সাঁটলিপিকার/ সাঁট মুদ্রাক্ষরিক / মুদ্রাক্ষরিকগণকে আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলায় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যাপারে সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের অবস্থা

বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগে কর্মরত ইংরেজী জানা প্রায় ৭শ' সাঁটলিপিকার, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক ও মুদ্রাক্ষরিককে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য মনোনীত করে। এই প্রশিক্ষণ শুরু করতে যেয়ে কোষের কর্মকর্তারা সমস্যায় পড়েন।

কিন্তু যখনই এদের প্রশিক্ষণে পাঠানোর উদ্যোগ নেয়া হয় তখন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে সাঁটলিপিকার, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক এবং মুদ্রাক্ষরিকের অপ্রতুলতার কথা তোলা হয়। এর ফলে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সফল হতে পারেনি।

খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে যে, আসলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সরকারী দফতরে সাঁটলিপিকার, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক এবং মুদ্রাক্ষরিকের সংখ্যা কম। ১৯৮২ সালের আগে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারী বিভিন্ন দফতরে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শতকরা ১০ ভাগ সাঁটলিপিকার, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক এবং মুদ্রাক্ষরিক রাখা হতো। কেউ প্রশিক্ষণ, ছুটিতে গেলে কিংবা জরুরী প্রয়োজনে এদের কাজে লাগানো হতো।

কিন্তু "এনাম কমিটি" প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শতকরা ১০ ভাগ সাঁটলিপিকার, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক এবং মুদ্রাক্ষরিক রাখার আগের সরকারী সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়।

এ অবস্থায় এখন যারা আছেন তাদের প্রশিক্ষণে পাঠালে স্বাভাবিক কাজকর্ম পরিচালনা ব্যাহত হতে পারে এ আশংকায় পদস্থ কর্মকর্তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণে পাঠানোর ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেছেন।

একটি সূত্র জানান, বহু মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারী দফতরে প্রয়োজন অনুযায়ী সাঁটলিপিকার, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক এবং মুদ্রাক্ষরিক নেই।

প্রথম কর্মসূচী

কোষের পক্ষ থেকে ১৯৮৪ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী 'সরকারী কাজের সকল স্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের কর্মসূচী-প্রথম পর্যায়' প্রকাশ করা হয়। এটা বিশেষভাবে সচিবালয়ের জন্য প্রযোজ্য। এতে বলা হয়, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানগণ বারবার সরকারী পর্যায়ে বাংলা চালুর জন্য আদেশ জারি করেছেন। এটা কোথাও আংশিক কার্যকরী হয়েছে, কোথাও হয়নি। এতে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং পরিপূর্ণ সদিচ্ছা থাকা সত্বেও সরকার অনভিপ্রেত সমালোচনার সম্মুখীন হন।

কর্মসূচী প্রণয়নের প্রসঙ্গকথায় বলা হয়েছে-"......—কিন্তু পরাধীন আমলে ইহার বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও সেই স্বপ্ন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পর অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি লাভ করিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ হয় নাই"।

কর্মসূচীর প্রথম পর্যায়ের সাধারণ নির্দেশমালা, সুপারিশমালা এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে আগামী কিস্তিতে।